দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 22 DEC 2015
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৫

১৩ বছরেও এমপিওভুক্ত হয়নি মির্জাপুরের কহেলা কলেজ

■ মীর আনোয়ার হোসেন টুটুল, মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) সংবাদদাতা

উপজেলার নতুন কহেলা কলেজ প্রতিষ্ঠার ১৩ বছরেও এমপিওভুক্ত হয়নি। এমপিওভুক্তির জন্য কলেজের সকল যোগ্যতা, অবকাঠামো এবং ভাল ফলাফল থাকা সত্তেও দীর্ঘদিন ধরে কলেজটি এমপিওভুক্ত না হওয়ায় ২৪ জন শিক্ষক-কর্মচারী মানবেতর জীবন-যাপন করছে। একদিকে কলেজটি এমপিওভুক্ত না হওয়া, অপরদিকে অধ্যক্ষ, প্রতিষ্ঠাতা, ম্যানেজিং কমিটির সদস্য ও শিক্ষকদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়ায় কলেজটি শিক্ষা কার্যক্রম এখন মুখথুবড়ে পড়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। শনিবার কলেজটিতে সরেজমিন গিয়ে শিক্ষক-কর্মচারী, প্রতিষ্ঠাতা ও ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।

মানবেতর জীবন ২৪ শিক্ষক ও কর্মচারীর

জানা গেছে, উপজেলার অবহেলিত ও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন এলাকায় শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে সমাজ সেবক মো. নাসির উদ্দিন বাবুল কলেজটি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এলাকার শিক্ষানুরাগী লোকজনের সহযোগিতায় তিনি নিজ উদ্যোগে ২০০২ সালে কহেলা এলাকায় কহেলা কলেজটি প্রতিষ্ঠা করেন। স্থানীয় সংসদ সদস্য, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, উপজেলা প্রশাসন ও জেলা প্রশাসনের সার্বিক সহায়তায় অল্প দিনের মধ্যে ভাল একটি কলেজ হিসেবে এলাকায় এটি পরিচিতি লাভ করে।

কলেজের ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি এবং কলেজের ফলাফল সন্তোষজনক হওয়ায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা বোর্ড পাঠদানের অনুমতি প্রদানসহ সকল সুযোগ-সুবিধা দেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বোর্ডের অনুমতি পাবার পর এই কলেজে ব্যবসা; বিজ্ঞান ও মানবিক শাখা এবং কারিগরি (বিএম শাখা) ও কৃষি ডিপ্লোমা কোর্স চালু হয়। ২০১০ সালে প্রথম দফায় কলেজটি এমপিওভুক্ত হলেও দ্বিতীয় দফায় রহস্যজনক কারণে কলেজটিকে এমপিওভুক্তি থেকে বাদ দেয়া হয়। এরপর থেকেই কলেজে দেখা দেয় দৈন্যদশা। বর্তমানে নানা সমস্যা জর্জরিত হয়ে পড়েছে কলেজটি।

কলেজে বর্তমানে কারিগরি শাখায় প্রথম বর্ষে ৬০, দ্বিতীয় বর্ষে ৬০ জন, জেনারেল শাখায় প্রথম বর্ষে ১১১ জন, দ্বিতীয় বর্ষে ১৫২ জন এবং কৃষি ডিপ্লোমা শাখায় ৮০ জনসহ মোট প্রায় ৪শ' ৬৩ জন ছাত্র-ছাত্রী পড়াশোনা করছে।

কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মো. মাসুদুর রহমান খান জানান, কলেজে কয়েকটি টিনসেট ভবন এবং একটি একতলা ভবন থাকলেও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে জরাজীর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। কলেজের সামনে বিশাল একটি মাঠ থাকলেও চারপাশে বন জঙ্গল থাকায় সেখানে খেলাধুলার পরিবর্তে গবাদি পশু চড়ে বেড়ায়।

এ ব্যাপারে কলেজ পরিচালনা পরিষদের সভাপতি ও টাঙ্গাইল জেলার এডিসি (শিক্ষা ও উন্নয়ন) মনিরা সুলতানার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, কলেজের সমস্যার কথা তিনি অবহিত আছেন। সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলছে।